ভারতীয় জনতা পার্টি
(কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

বি জে পি-র প্রবীন নেতা মুরলী মনোহর জোশীর জারি করা সংবাদ বিবৃতি

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কমিটি অফ স্যাঙ্কসনস-এর ২০০৯-এর জুন মাসের প্রস্তাব এবং ২০০৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের ঘোষণা থেকে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, লস্কর এ তৈবার প্রধান সংযোগকারী আরিফ কাসমানি আল কায়দার সঙ্গে মিলে সমঝোতা এক্সপ্রেস-এর বিস্ফোরণের খরচ ও সামগ্রী যুগিয়েছিল। এটাও সামনে এসেছে যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী শ্রী রহমান মালিক ২০১০-এর জানুয়ারী-তে বলেছিলেন, পাক জঙ্গিদের এই বিস্ফোরণের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল। এটাও সামনে এসেছে যে ডেভিড কোলম্যানহেডলি-র তৃতীয় স্ত্রী ফৈজা ঔতালহা স্বীকার (২০০৮ সালে, তবে তা জানাজানি হয় ২০১০-এ) করেছিলেন যে, সমঝোতা বিস্ফোরণের সঙ্গে হেডলি যুক্ত ছিল ও তিনিও না জেনে জড়িত ছিলেন (প্যারা ২১-২৬)□ নার্কো টেস্ট-এর সময় সিমি নেতারা জানায় (২০০৭-এ হয়, জানা যায় ২০০৮ সালে), যে সব পাকিস্তানিরা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা তাদের সাহায্য করেছিল।
এই সব তথ্য লোকের সামনে আছে যে পাকিস্তানের যোগাযোগে ও করাচির ব্যবসায়ী আরিফ কাসমানি, লস্কর ও আল কায়দা, ডেভিড কোলম্যান হেডলি ও তার তৃতীয় স্ত্রী ফৈজা ঔতালহা ও ইন্দোরে সিমির সাহায্যে এই বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু এন আই এ-র তদন্তে তা চেপে যাওয়া হয়েছে। এই যে তথ্য প্রমান সামনে এসেছে তা এন আই এ-র চার্জ শিট-কে খারিজ করে দিচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কমিটি অফ স্যাঙ্কসনস যে তথ্য সামনে এনেছে তা এইরকম
ক) রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কমিটি অফ স্যাঙ্কসনস-এর ২০০৯-এর জুন মাসের প্রস্তাব (প্যারা ১৮) এবং ২০০৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের ঘোষণা(প্যারা ১৯) বলছে যে, লস্কর এ তৈবার প্রধান সংযোগকারী আরিফ কাসমানি বিস্ফোরণের খরচ যুগিয়েছিল ও আল কায়দা বিস্ফোরক ও অন্য জিনিস দিয়েছিল।
খ) পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী শ্রী রহমান মালিক ২০১০-এর জানুয়ারী-তে স্বীকার করেছিলেন(প্যারা ২০),

পাক জঙ্গিদের এই বিস্ফোরণের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল।

গ) ডেভিড কোলম্যান হেডলি-র তৃতীয় স্ত্রী ফৈজা ঔতালহা স্বীকার (২০০৮ সালে, তবে তা জানাজানি হয় ২০১০-এ) করেছিলেন যে, সমঝোতা বিস্ফোরণের সঙ্গে হেডলি যুক্ত ছিল ও তিনিও না জেনে জড়িত ছিলেন (প্যারা ২১-২৬)□ এবং

ঘ) নার্কো টেস্ট-এর সময় সিমি নেতারা জানায় (২০০৭-এ হয়, জানা যায় ২০০৮ সালে), যে সব পাকিস্তানিরা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা তাদের সাহায্য করেছিল।

এই সব তথ্য প্রমান এন আই এ-র চার্জশিট-কে খারিজ করে দিচ্ছে ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অশুভ মনোভাব ও ইচ্ছাকে সামনে নিয়ে আসছে□

ও পি কহলি

সদরদফতর প্রমুখ